OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 573 - 582
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 573 - 582
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা লোকনাট্যে কৃষ্ণযাত্রার বিবর্তন : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

দীপা মাজি
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: dipamaji7@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Yatra, Adhikari, acting, actors, playwrights, popularity, development, impact etc.

Abstract
Among the folk theater traditions of Bengal—known as 'Yatra'—the 'Krishna-Yatra' was once a highly prevalent form. Today, however, this 'Krishnayatra' has become nearly extinct. The tradition of Bengali 'Yatra' originally began with this specific genre, which is primarily based on the narratives of the Krishna-Leela (the divine exploits of Lord Krishna). At one time in Bengal, the Krishna-yatra enjoyed a level of popularity that surpassed all other forms of 'Yatra'; indeed, even Chaitanyadev himself used to perform in this type of theatrical production—a fact we learn from the biographical accounts of his life. Although the tradition witnessed widespread expansion during the era of Chaitanya and in the subsequent period, by the beginning of the eighteenth century, the narratives of Krishna were being propagated through the medium of obscenity in musical forms such as Dhop kirtan, kheur, kabi-gana, half-akharai. This marked a decline in the refined cultural sensibilities of Bengal. However, towards the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth, Krishna - Yara was reformed and staged anew, leading to its widespread resurgence. During this period, 'Krishna -Yatra' attained immense popularity, largely through the contributions of several playwrights and actors. Prominent among these playwrights and actors were Shishuram Adhikari, Badan Adhikari, Paramananda Adhikari, Gobinda Adhikari, Krishnakamal Goswami, and Nilkantha Mukhopadhyay, among others. Despite its immense popularity, the reach of Krishna-Yatra began to gradually decline within a relatively short period; in this article, I have endeavored to highlight the various factors responsible for this decline. I have provided brief profiles of the Palakars and briefly discussed the major roles they played in the evolution of this distinct form of Yatra. Furthermore, I have attempted to present select examples of their plays. Concurrently, this article seeks to explore and elucidate the origins of Krishna-Yatra, its subsequent development, and the underlying causes that have led it to the brink of near-extinction.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 573 - 582
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কৃষ্ণযাত্রার ব্যাপক প্রসার ঘটে। তার আগে মধ্যযুগে বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন উৎসবে এই যাত্রার আয়োজন করা হত। বাংলায় কৃষ্ণযাত্রার উদ্ভব সর্বপ্রথম কোন সময়ে হয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। তবে এই শব্দটি কীভাবে এল তা জানা দরকার। কৃষ্ণযাত্রাই ব্যবহৃত 'যাত্রা' শব্দটি লোকনাট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। অনেকে 'লোকনাট্য' এবং 'যাত্রা'কে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। কারণ উৎপত্তিস্থল এক জায়গায়। আবার অনেকে মনে করেছেন এই শব্দদুটির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে।

'যাত্রা' শব্দটির অর্থ গমন করা। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ √যা (অর্থ যাওয়া) + ত্র (ত্রন)। একস্থান থেকে অন্য কোনো স্থানে গমন করা। অজিত কুমার ঘোষ 'যাত্রা' সম্পর্কে বলেছেন—

> "যাত্রা কথাটি অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অতীতে কোন দেবতার লীলা উপলক্ষে লোকেরা এক জায়গা হইতে অন্য আর এক জায়গায় গমন করিয়া নাচ ও গানের সঙ্গে সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিত ইহাই যাত্রা নামে অভিহিত ছিল।"[১]

দেবদেবীদের ধর্মমাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উৎসবে শোভাযাত্রা আয়োজন করা হত। দোলযাত্রা, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দশহরা স্নানযাত্রায় এই যাত্রা দেখা যেত। পরবর্তীকালে ধর্মানুষ্ঠানে বিভিন্ন শোভাযাত্রায় গান ও নৃত্য যোগ করা হয়। বৈষ্ণব ধর্মে জীবনী সাহিত্যের প্রচলন ছিল। কৃষ্ণের জীবনকে আশ্রয় করে লেখা যাত্রাগুলিই মূলত 'কৃষ্ণযাত্রা' নামে পরিচিত। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে যাত্রার প্রথম উপাদানই ছিল কৃষ্ণভাবনা। সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> "শ্রী চৈতন্যের অনেক পূর্ব থেকে নাটগীতের উদ্ভব হয়েছিল, এবং তা মূলত ছিল কৃষ্ণের গোপ-লীলা বিষয়ক। সুতরাং যাত্রার উপাদান হিসেবে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কৃষ্ণলীলার কথাই উল্লেখ করতে হয়।"[২]

ডক্টর সুশীল-কুমার দের মন্তব্য ঠিক সেই রকমই –

> "The earliest Yatra of which we have any mention relate to such themes and was known technically and universally as the Krishna-yatra."[৩]

এই কৃষ্ণযাত্রার বর্ণনা আমরা চৈতন্যজীবনী সাহিত্যেও দেখতে পাই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সেখানে অংশগ্রহণ করেন।

দ্বাদশ শতকে কবি জয়দেব রাধা-কৃষ্ণ কাহিনি অবলম্বনে 'গীতগোবিন্দ' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের নাট্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং সেখানে লোকনাট্য বা যাত্রার লক্ষণ রয়েছে। এই কাব্যে প্রচলিত যাত্রার উপাদান হিসেবে দৃশ্য, চরিত্র, সংলাপ, মঙ্গলাচরণ, গান ইত্যাদি ব্যবহৃত। এই কাব্যটিতে যাত্রার সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে গৌরীশংকর ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা' গ্রন্থে বলেছেন—

> "...গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও ইহাতে রাধাকৃষ্ণ-কথা অবলম্বনে রচিত এবং নাট্যনির্দেশ মন্তব্য আবৃত্তি গীতি ও নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত তৎকালীন লোকনাট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এমনও হইতে পারে যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ লইয়া জনগণের মধ্যে যাত্রা বা লোকনাট্য পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল দরবারী কবি জয়দেব তাহাই রাজরুচি অনুযায়ী মার্জিত কোরিয়ার সংস্কৃতে পরিবেশন করিয়াছেন।"[৪]

জয়দেবের এই কাব্যটি রাজসভায় নৃত্য ও গীত সহযোগে পরিবেশন করা হত। এখানে প্রচলিত যাত্রার রীতি অনুযায়ী মাঝে মাঝে অধিকারীর মন্তব্যকে সংযোজন করা হয়েছে। নাট্যনির্দেশক হিসেবে তাকে দেখা যায়। যেমন প্রথম স্বর্গে অধিকারীর মন্তব্য—

> "শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।
> বৃন্দাবনবিপিনে ললিতং দিত নত শোভাণি যশস্যম্।।"(৪৭)[৫]

বাংলায় আদি-মধ্যযুগের একমাত্র নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। মোট তেরোটি খন্ডে বিন্যস্ত। কবি এই কাব্যটি রচনার ক্ষেত্রে গীতগোবিন্দ কাব্যটিকে অনুসরণ করেন। তিনটি চরিত্র রাধা কৃষ্ণ ও বড়ায়ি। সুকুমার সেনের মতে তাঁরা—

> "যেন যমপটের বা পুতুলনাচের তিনটি ছবি বা পুতুল।"[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 573 - 582
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তিনি কাব্যটির রীতির সঙ্গে পুতুলনাচের মিল খুঁজে পেয়েছেন। রচনাটিতে অনেকগুলি গানের ও চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে মূলকাহিনির অগ্রসর ঘটেছে। এই কাহিনিতে কয়েকটা গানে সূত্রধার বা অধিকারী নাট্য নির্দেশনার কাজ করেছে। দানখণ্ডে সেই নাট্যনির্দেশের কথা আছে—

"মৌন করিআঁ দুহেঁ থাকি এক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।।"[৭]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সংলাপের মাঝে মাঝে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার করা হয়েছে। যা গ্রাম বাংলায় কথক মহাশয় কথকতার সময় শ্রোতাদের ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক ব্যবহার করে থাকেন। বড়ু চন্ডীদাস পল্লীবাংলার সেই রীতিকে অনুসরণ করেছেন। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য এই কাব্যকে 'কৃষ্ণযাত্রার আদিরূপ' বলে উল্লেখ করেছেন—

> "রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে রচিত গীতিনাট্যখানিকে বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হইয়াছে। খন্ডগুলির প্রত্যেকটি এক একটি পালা; অথচ ইহাদের মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক হইতে আবার পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। সৃষ্টির আদি হইতে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত ধর্ম গ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনী লইয়া চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে ইংলন্ডে রচিত নাট্যচক্রের (Cycleplay) সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খন্ড বিভক্ত পালাগুলির কিছুটা বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতিনাট্যের বিভক্ত পালাগুলিকে একত্রে গীতিনাট্যচক্র বলা হয়। সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একদিনে গীত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং পালা বিভাগ অনুযায়ী একাধিক দিন ইহা গীত হইত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সহর হইতে দূরে বসিয়া চন্ডীদাস লোকসমাজের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা ও পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন ইহার মধ্যে বাংলার লোকনাট্যের একটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয়, ইহাই কৃষ্ণযাত্রার আদিরূপ।"[৮]

চৈতন্য পরবর্তী যুগে চৈতন্য-জীবন বিষয়ক গ্রন্থে কৃষ্ণযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। সেইসব গ্রন্থ জানা যায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। সেইসময় কৃষ্ণযাত্রা বৈষ্ণব সমাজে খুবই প্রচলিত ছিল। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে নাট্যাভিনয়ের প্রসঙ্গ রয়েছে। নদীয়ার আচার্য চন্দ্রশেখরের বাড়িতে সেই অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। মহাপ্রভু তৎকালীন প্রচলিত লৌকিক রীতিকে অনুসরণ করেছিলেন। কোনো মঞ্চের ব্যবহার না করে চন্দ্রশেখরের বাড়িতে শুধু চাঁদোয়া খাটিয়ে নৃত্য ও গীতের সাহায্যে নাট্যাভিনয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয় সংলাপের। এই অভিনয়ের ব্যবস্থাপনা করেন নবদ্বীপের জমিদার বুদ্ধিমন্তা খান। স্বয়ং চৈতন্যদেব রুক্মিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এছাড়াও তাঁর সঙ্গে অভিনয়ে যুক্ত হয়ে ছিলেন তাঁর পার্শদগন। তাঁরা হলেন - হরিদাস, শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, গদাধর প্রমুখ বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্যের রুক্মিণী সাজে প্রবেশ করেন—

"গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর।।
আপনার না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেনু আপনারে বাসে।।"[৯]

'রুক্মিণী-দ্বাদশীব্রত' উপলক্ষে এই পালার অভিনয় করা হয়। যার নাম- 'রুক্মিণীহরণ'। তৎকালীন উৎসব উপলক্ষে যাত্রার আয়োজন করা হত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত চৈতন্য জীবনীগ্রন্থেও সেকথা উল্লেখ রয়েছে। কৃষ্ণজন্মোৎসব উপলক্ষে কৃষ্ণযাত্রা অভিনীত, কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্যলীলায়—

"কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা।।
কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে নন্দ মহোৎসব।"[১০]

আঠারো শতকের পূর্বে বিভিন্ন রকমের যাত্রার প্রচলন ছিল। যেমন নাথযাত্রা, চৈতন্য-যাত্রা প্রভৃতি। কিন্তু সবথেকে জনপ্রিয় উঠেছিল কৃষ্ণযাত্রা। কারণ চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মকে সবথেকে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজের উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরের মানুষের কৃষ্ণের প্রতি আগ্রহ ও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের প্রতি আসক্তির কারণে,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 573 - 582
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই বিশেষ ধরনের যাত্রা জনসমাজে সবথেকে বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র কৃষ্ণযাত্রা নয়, তাছাড়াও রাসযাত্রা, দীপাবলি, উত্থান-দ্বাদশী উপলক্ষে যাত্রাভিনয় হত। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের সংস্কৃতিতে তার প্রসার ঘটে। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন গ্রন্থে 'কৃষ্ণযাত্রা' শব্দটির উল্লেখ থাকলেও অষ্টাদশ শতকের পূর্বে কৃষ্ণযাত্রার অভিনয়ের কোনো পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতকে মোগল শাসনের অবসান হয়। তারপর বাংলায় নবাবরা শাসন করতে থাকে। তারা বেশ কিছু সময় ধরে বাংলায় দাপট চালিয়ে যায়। ১৭৫৭ পলাশীর যুদ্ধ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ মানুষের জীবনে অন্ধকার নিয়ে আসে। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর প্রভাব ফেলে। তারপর চলে ভারতীয়দের ইংরেজদের নির্মম অত্যাচার। এই সময়েই কলকাতা নগরীতে দেখা যায় 'বাবু কালচার'। অল্প ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, বাবুদের অভদ্র কালচারের বাড়াবাড়িতে বাংলার রুচি সংস্কৃতির অবনমন ঘটে। তাদের সংস্কৃতিতে প্রভাব লক্ষ করা যায় কবিগান, খেউর, হাফ আখড়াই গান। বাংলায় টপ্পা, ঠুংরি, খেউর, ঢপকীর্তন ইত্যাদি লোকগান আসার পর এই কৃষ্ণযাত্রাতেও কিছুটা প্রভাব ফেলে। টপ্পা,ঠুংবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অশ্লীলতার মধ্য দিয়ে প্রদর্শন করা হয়। তাতে বাঙালি-সংস্কৃতির রুচিবিকৃতির ছাপ ধরা পড়ে। সমাজে বিত্তবান, শিক্ষিত মানুষেরা ভগবান কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। তাঁকে অনেকে সমকালীন অপসংস্কৃতির কান্ডারী হিসাবে মনে করে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কৃষ্ণযাত্রা পুনরায় সংশোধিত হয়ে ফিরে আসে। এই সময়েই তার ব্যাপক প্রসার ঘটে। কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তার আরেকটি নাম সহজেই উঠে আসে, যার নাম 'কালীয়দমনযাত্রা'। এই পালা মূলত কৃষ্ণ কর্তৃক কালীয়নাগ দমনের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। অনেকেই মনে করেছেন কৃষ্ণযাত্রা এবং কালীয়দমন যাত্রা অভিন্ন। এই সম্পর্কে সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "প্রথমে যাত্রার বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া কালীয়দমন কাহিনী। এই জন্য যাত্রার নামান্তর ছিল কৃষ্ণযাত্রা অথবা কালীয়দমন।"[১১]

এই কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমনযাত্রার রচয়িতারা হলেন শিশুরাম অধিকারী, শ্রীদাম দাস, সুবল অধিকারী, বদন অধিকারী, পরমানন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রমুখ। এছাড়াও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও কৃষ্ণ যাত্রার প্রভাব পড়েছিল। সংখ্যায় কম হলেও কয়েকজন মুসলমান এই যাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণযাত্রার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলি হল—

১. কৃষ্ণের মহিমা প্রচার করা।
২. এখানে খুব বেশি চরিত্র দেখা যায় না।
৩. এখানে অন্যান্য রস থাকলেও ভক্তিরসের প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক।
৪. গানের ব্যবহার বেশি লক্ষ করা যায়।
৫. কোথাও গৌরচন্দ্রিকা বা কোথাও বন্দনা বা প্রস্তাবনা বা মঙ্গলগীতির দ্বারা যাত্রাপালার সূচনা করা হয়।

কৃষ্ণযাত্রার পুরানো গৌরবকে আবার নতুনভাবে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন যাত্রাপালাকার শিশুরাম অধিকারী। তিনি বীরভূমের কেন্দুলি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন পরমানন্দ অধিকারী। যিনি 'কালীয়দমন' যাত্রাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি বীরভূম জেলার অধিবাসী ছিলেন। গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ পরমানন্দ দাসের সম্পর্কে বলেছেন—

> "এই পরমানন্দ শ্রীদাম দাসের দলে সখি সাজতেন এবং পরে নিজে আলাদা যাত্রাদল তৈরি করেন। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা বা গুরু স্মৃতিকে অক্ষুন্ন রাখার নৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। পরমানন্দ দাস বা অধিকারী কৃষ্ণযাত্রার পদকর্তা, গায়কই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অধিকারীদের অধিকারী। তিনি ছিলেন প্রাচীনতম অধিকারী এবং গোবিন্দ অধিকারীর বৃত্তিগুরু। তাঁর যাত্রার বৈশিষ্ট্য হল দূতিয়ালিতে। পরমানন্দ নিজে দূতি সেজে গানে গানে সবার মনোরঞ্জন করতেন।"[১২]

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকে তিনি যাত্রাদলে গান গাইতেন। তার অন্যতম শিষ্য ছিলেন বদন অধিকারী। বদন অধিকারীর জন্মস্থান হাওড়া জেলার শালিখা গ্রামে। তবে তিনি হুগলি জেলার জিরাট গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 573 - 582
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রথমে পরমানন্দের দলে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে নিজের একটি দল গঠন করে। শ্রীদাম দাস ও সুদাম অধিকারী কৃষ্ণযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে খ্যাতি অর্জন করেন। লোচন অধিকারী অষ্টাদশ শতকের অন্যতম যাত্রাপালাকার। তিনি কৃষ্ণযাত্রায় দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। 'অক্রূর-সংবাদ' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' পালার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন।

কৃষ্ণযাত্রাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন গোবিন্দ অধিকারী। তাঁর জন্ম ১২০৫ বঙ্গাব্দে এবং মৃত্যু ১২৭৭ বঙ্গাব্দে। তিনি একাধারে যাত্রাপালাকার, গায়ক এবং অভিনেতা। তিনি রুচিবান দর্শকের কাছে তাঁর পালাগানকে পৌঁছে দিতে । তাঁর পালাগানে কৃষ্ণযাত্রার অন্য স্বাদ খুঁজে পায় দর্শকরা। তাঁর পালাগানে খুব বেশি পরিমাণে সংলাপের ব্যবহার ছিল। তাঁর যাত্রার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রতন কুমার মণ্ডল বলেছেন –

> "গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাপালার বৈশিষ্ট্য হল, তিনি ব্যাখ্যামূলক ঘটকালী প্রথা পরিত্যাগ করে যাত্রাগানকে কিছুটা অভিনয়কলায় পরিণত করেন। ফলে যাত্রাগান দর্শনের ব্যাপার বলে গৃহীত হয়। তিনি নিজে যাত্রাগালে দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করে সে যুগের শহরে ও গ্রামে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে দর্শকের হৃদয় জয় করেছিলেন।"[১৩]

গোবিন্দ অধিকারীর খ্যাত পালাগুলি হল - 'দান-লীলা বা নৌকা-বিহার', 'অক্রূর-সংবাদ', 'নিমাই সন্ন্যাস অষ্টকালী নিত্যলীলা' ইত্যাদি। 'দানলীলা' পালাটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের 'দান' খন্ডকে অবলম্বন করে লেখা। এই পালার গদ্য সংলাপে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে দানীবেশে কৃষ্ণ রাধার কাছে দান চেয়েছে, রাধা পসরা নিয়ে যেতে চাইলে তাকে কৃষ্ণ বাধা দিয়ে বলেছে—

"কোথা যাও গোয়ালিনী সই,
শুনে যাও কই মনের কথা।
পসরা না দেখিইয়ে যাবে বল কোথা-
আগে বুঝে নিব দান, পাছে অন্য কথা।।
যত গায়ের অলঙ্কার, বেশ ভূষা চমৎকার,
ওইসব দান নিব তোমার, শোন আসল কথা;
লিখে প'ড়ে দান নিব, পাও পাবে মনে ব্যথা।।"[১৪]

রাধা দানীর বাধাকে অতিক্রম করে যেতে চাইলে কৃষ্ণ নিজেকে 'গোলকের পতি' বলে পরিচয় দেন।সেকথা শোনার পর বৃন্দা কৃষ্ণকে ব্যঙ্গ করে বলেছে—

> "ওগো দানী! তোমার এ কথার মা-বাপ নেই, বাপু! তুমি গোলকপতি হ'লে, তোমার জন্য কি রাই ধনী কলঙ্কিনী হ'ত গো? তুমি মনির লোভে কালসাপকে চুমো দাও - পরদার-হরণে ভয় কর না - তোমার পাপের বকুল ম'জে গেল, তোমায় গোলক প্রতি কেঁমনে বলি গো?"[১৫]

তাদের সংলাপ ও গানের মধ্য দিয়ে সেই দৃশ্যটি হয়ে উঠেছে কৌতুকময়। তাঁর আরেকটি পালার নাম 'অক্রূর-সংবাদ। এই পালা গানের শুরুটা অন্যরকম। গোবিন্দ অধিকারী কোন 'গৌরচন্দ্রিকা' বা 'প্রস্তাবনা'র দ্বারার পালাটি শুরু করেননি। কাহিনির শুরু হয়েছে বৃন্দার তুক্কা দিয়ে। সে সূত্রধরের মত কৃষ্ণের গরিমাকে প্রকাশ করেছে—

(তুক্কা)

"কে এ বালক, নন্দের বালক, বুঝি জগত-পালক হয়।।
এমন এ বালকে, কখন ভূলোকে, দেখে নাই কোনো লোকে।
যত অসম্ভব, করিয়া সম্ভব, বেড়ায় পরম পুলকে।।
শকট-ভঞ্জন, কালীয়-দমন, কর-ধৃত-গিরিবর।
যমলার্জ্জুনে মোচন কারণে উদখলে বাধা নটবর
শ্রীমতির মান, করিতে অবসান কত বেশ কালা ধরে।
দুর্জ্জয় মানে ছাড়ি অভিমানে সম্মানে পায়ে ধরে।।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 573 - 582
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কৃষ্ণ-প্রেম রসে ব্রজধাম ভাসে দানব নাশে শ্রীগোবিন্দ।
দানব প্রকৃতি আমার দুর্ম্মতি কহয়ে দাস গোবিন্দ।।"[১৬]

রাধা বৃন্দার কাছে এসে কৃষ্ণের সন্ধান করে। কৃষ্ণের জন্য সে অনেক অপমান সহ্য করেছে, অথচ কৃষ্ণ তার পাশে নেই। এই দুঃসহ জ্বালার কথা জানাতে সখির কাছে এসে উপস্থিত হয়। বৃন্দা কৃষ্ণকে খুঁজতে বিশাখাকে পাঠায়। এদিকে কৃষ্ণ মথুরা যাবে শুনে রাধা মূর্ছা যান। সেখানে সশরীরে এসে উপস্থিত হন কৃষ্ণ। তিনি রাধাকে একাধিকবার বিভিন্নভাবে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত রাধার জ্ঞান ফেরে এবং কৃষ্ণ সেখান থেকে বিদায় নেন। মথুরায় যাওয়ার কথা শুনে জটিলা ও কুটিলা আনন্দে মাতোয়ারা হন। কারণ তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল রাধাকে জব্দ করা। তাঁদের এই উদ্দেশ্য কৃষ্ণ মথুরায় গমন করলে সফল হবে বলে তারা আশাবাদী। এই পালায় জটিলা, কুটিলা ও রাধা চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আঠারো শতকের গ্রামবাংলার সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। রাধা সমকালের গ্রামবাংলার গৃহবধূর প্রতীক। সামাজিক বাধা অতিক্রম করে নিজের মত করে, জীবন অতিবাহিত করা তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। গোবিন্দ অধিকারী এই দৃশ্যের সেই সময়ের পারিবারিক-গৃহস্থালির চিত্রকে প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। অক্রূরের প্রবেশ হয় চতুর্থ অঙ্কে, ব্রজের পথে। কৃষ্ণ নিয়ে যাওয়ার জন্য সে উপস্থিত হয়। শেষ দৃশ্যে কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়ার সময় শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম,বৃন্দা সকলেই কাকুতি-মিনতি করে বাধা দেয়। তা সত্ত্বেও অক্রূর "জয় রাম-কৃষ্ণের জয়"[১৭] বলে রওনা দেয়। সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে কৃষ্ণ মথুরার উদ্দেশ্যে গমন করে। এখানে 'অক্রূর সংবাদ' পালাটি সমাপ্ত হয়েছে।

গোবিন্দ অধিকারীর পর কৃষ্ণযাত্রার সেই ধারাটিকে পুনুরুজ্জীবিত করে তোলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। তিনি নদীয়া জেলার নবদ্বীপের নিকটবর্তী ভাজনঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের ঢাকায় কাজ করতেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ছাত্র অবস্থায় নবদ্বীপে বাসস্থানকালে 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা রচনা করে মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। অন্যান্য যাত্রাগুলি হল 'ভরতমিলন', 'বিচিত্র বিলাস', 'রাই উন্মাদিনী বা দিব্যোন্মাদ', 'স্বপ্ন বিলাস' ইত্যাদি। তাঁর পালাগানে সংলাপের চেয়েও গানের আধিক্য বেশি ছিল। 'রাই উন্মাদিনী' ও 'স্বপ্ন বিলাস' পালাগান দুটি বাংলাদেশের বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত মানুষকে মুগ্ধ করে।

'রাঈ উন্মাদিনী' পালায় ব্রজের রাজা নন্দ মহারাজ তাঁর পালিত পুত্র কৃষ্ণকে মথুরা নগরীতে রেখে আসেন। এদিকে পুত্রশোকে শোকাতুরা ব্রজেশ্বরী যশোদা। কৃষ্ণের অভাবে তাঁর খেলার সাথীরা শ্রীদাম, সুদাম, সুবল সকলে আনন্দহীনতায় সময় কাটায়। তাঁরা কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল। সুবল স্বপ্নে কৃষ্ণের দর্শন পায়। পরের দিন সকালে রাখালদের কাছে তাঁর খোঁজ নিতে আসে। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে রাধিকাও কৃষ্ণের বিরহে আচ্ছন্ন। ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণের সন্ধান করেন। কদম্ব-কাননে গিয়ে তার বিগত দিনের কৃষ্ণের সাথে কাটানো মুহূর্তের কথা স্মরণে আসে। তারপর নিকুঞ্জ বনে প্রবেশ করেন। সেখানে আকাশের মেঘকে দেখে তাঁর কৃষ্ণ বলে ভ্রম হয়। জল ভরা কালো মেঘকে দেখে কৃষ্ণ ভেবে প্রেম নিবেদন করেন। মেঘের থেকে কোন উত্তর না মিললে সেখানেই রাধা মূর্ছা যান। সখিরা রাধার কানে কানে কৃষ্ণের নাম জপ করতে থাকে। তাঁর চৈতন্য ফিরে আসে। কৃষ্ণকমল গোস্বামী 'রাঈ উন্মাদিনী' পালায় বিরহী গৌরাঙ্গের রূপ নিরিখেই রাধার চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত গৌরাঙ্গের ছবিটি গেঁথে গিয়েছিল। সেই উন্মত্ত অবস্থা রাধার চরিত্রে প্রকাশ পায়। নিকুঞ্জবনে কৃষ্ণ বিরহে রাধা, তার সখিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

"আয় আয় দেখি গো সবে এই সে,
(মোরা) যার উদ্দেশ্যে, বনে এসে,
দুঃখের সাগরে ভেসে, দেখিলাম সই সকল;
(ঐ দেখ) সে আমাদের ভাল বেসে
আপনি এসে দেখা দিল।
এ যে বড় ভাগ্যোদয়, সে যে নিঠুর নিরদয়,
হ'য়েছে সদয়; -
জুড়াইতে তাপিত হৃদয়, বৃন্দাবনে উদয় হ'ল।"[১৮]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 573 - 582
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাঁর ব্যাকুল অবস্থা দেখে চন্দ্রা মথুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মথুরায় চন্দ্রাবলীর কাছে কৃষ্ণ রাধার নাম শোনে এবং কৃষ্ণের ব্রজের কথা মনে আসে। ব্রজের সকলের সম্পর্কে জানার জন্য উদগ্রীব হন। তিনি চন্দ্রাবলীকে আশ্বস্ত করে জানান যে তিনি ব্রজে ফিরে যাবেন—

"শুনে চন্দ্রে! কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
অবিলম্বে প্রিয়ার কাছে করহে গমন।।
দু এক মধ্যে আমি যাব বৃন্দাবন।
এ কথা অন্যথা মোর হবে না কখন।।"[১৯]

শেষ দৃশ্য নিকুঞ্জকাননে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের যুগলমিলনের মধ্য দিয়ে কাহিনীর শেষ হয়েছে।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'রাই উন্মাদিনী বা দিব্যোন্মাদ' ও 'ব্রজলীলা' রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন এবং তারপর তিনি ঢাকার মানুষদের জন্য 'বিচিত্র বিলাস' যাত্রাটি রচনা করেন। এই লীলাভিনয়ে কৃষ্ণের ব্রজলীলার কাহিনি বর্ণিত। 'মঙ্গলগীত'ও 'প্রস্তাবনা' ছাড়া এখানে রয়েছে পাঁচটি অংক। 'প্রস্তাবনা' অংশে শ্রোতাদের সামনে কৃষ্ণলীলা মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে—

"শুন হে রসিকগণ! রসামৃত আস্বাদন-
কর, তর্ক গরল ত্যাজিয়ে।
অভাজন জন ভাষে, রসাভাস দোষাভাষে
শুধিবে করুণা প্রকাশিয়ে।।
কৃষ্ণলীলা পারাবার সাধ্যকার বর্ণিবার,
অনন্ত না পায় অন্ত যার।"[২০]

সব কৃষ্ণযাত্রায় কৃষ্ণকে অবতার রূপেই দেখানো হয়েছে এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এখানে অহৈতুক ভক্তির দ্বারা তিনি পূজিত হন। এখানে প্রথম অঙ্কে তাঁর বাল্যলীলার চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। তিনি শ্রীদাম, সুবল তথা রাখাল সমাজের কাছে খুবই প্রিয়। শ্রীদামের গানে কৃষ্ণ বন্দনা—

" 'ও ভাই' কানাই মোদের প্রাণ,
সে বিনে সে বনে কে প্রাণ রাখে প্রাণ,
তার প্রতি কি ফল বিফল অভিমানে;
যখন বিষজল পান- কোরে গেল প্রাণ,
সে না দিলে প্রাণ, বাঁচতাম কেমনে।"[২১]

শ্রীদাম ও সুবল দুজনে যশোদার কাছে ওকে মাঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। ভীত যশোদা বলরামের কাছে কৃষ্ণকে সমর্পন করে মাঠে পাঠায়। তার মনে কৃষ্ণকে হারানোর ভয় ছিল। তার ভেতরে মাতৃত্বের উদ্বেগ গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়—

"ধর নে বেণু ধর,
দেখো রেখো বনে কাছে হলধর!
পলকে পলকে, হারাই যে বালকে,
তিলে ননী খাওয়াই চাহিয়ে অধর।
তোরা তো বনে কানু নিবিরে,
যায় না যেন বাছা নিবিড়ে,
দেখছি স্বপন ভীত হয় মন,
কংস-চরে চরে নিবিড়ে;"[২২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 573 - 582
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই পালাটিতে রাধাকৃষ্ণের মান অভিমান, কৃষ্ণের ছল-চাতুরি প্রকাশিত। তাদের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় জটিলা, কিন্তু সেই বাধাকে অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত তাদের মিলন দৃশ্যকে দেখানো হয়েছে। মিলন দৃশ্যে রাধা-কৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করে গেয়ে ওঠে—

"ধন্য ধন্য তোমার মহিমা অপার।
-তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু তব প্রেম অসাধার।।
-আমরা অবলা নারী, চাতুরী বুঝিতে নারি,
নারীবেশে হোলে বাড়ির মানসিন্ধু পার।।"[২৩]

এই যাত্রায় সমস্ত অংশ জুড়েই আসলে কৃষ্ণের মহিমায় প্রচারিত। উনিশ শতকের আরেক যাত্রাপালাকারের নাম নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্ধমান জেলার ধবনী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। তাঁর রচিত কালিয়াদমন যাত্রা বা কৃষ্ণযাত্রার গান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম ও কলকাতা জেলার মানুষকে মুগ্ধ করে। তিনি বর্ধমান জেলার জামুই গ্রামের ওস্তাদ গোপাল রায়ের কাছে গান শেখেন এবং পরে তিনি কৃষ্ণযাত্রার দলে যোগদান করেন। তাঁর বিখ্যাত পালা গুলি হল 'কালিয় দমন', 'মানভঞ্জন' 'মাথুর', 'দ্যুতি সংবাদ' ইত্যাদি। তাঁর রচিত যাত্রার পুঁথিগুলির সংরক্ষণ করেন তাঁর পৌত্র দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়। তিনিও যাত্রাপালের আধিকারিক ছিলেন।

কৃষ্ণযাত্রায় অভিনেতাদের সাজসজ্জা ছিল খুবই সাধারণ। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র গ্রামবাসীরা অভিনয় করার সময় চরিত্রের সাথে মানানসই পোশাক ব্যবহার করতেন না। পরমানন্দ দাস যাত্রাদলে দূতি সাজতেন। যে গ্রামে গাইতে যেতেন, সেখান থেকেই শাড়ি ও গয়না চেয়ে অভিনয় করতেন। গোবিন্দ অধিকারী যাত্রায় শুধুমাত্র জড়ি বসানো লাল শালু পরে গান গাইতেন। কৃষ্ণযাত্রায় গানের আধিক্য ছিল বেশি। কিন্তু গানের জন্য মঞ্চে খুব কম উপকরণ নিয়ে আসা হত। খোল, করতাল, বেহালা, তানপুরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল।

কৃষ্ণযাত্রায় যেমন ভক্তির প্রাধান্য ছিল, ঠিক তেমনি দর্শক এবং অভিনেতাদের মধ্যে একটা আন্তরিকতা ছিল। যারা কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করতেন তারা বেশিরভাগই বালক। কখনো কখনো দেখা যায় যে তাকে দর্শকেরা কপালে তিলক পরিয়ে দূর্বা, চন্দন, ধূপ, প্রদীপ ইত্যাদি দিয়ে বরণ করত। সেখানে রাখা হত মঙ্গলঘট। রঙ্গমঞ্চে যেরকম আলোর ব্যবহার দেখা যেত, যাত্রায় সেই আলো ব্যবহার করা হতো না তার বদলে জ্বালানো ছোট ছোট মাটির প্রদীপ। প্রদীপের আলোয় ভরে উঠত চারিদিক। তার আভায় একপ্রকার স্নিগ্ধতা ছিল যা দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করত, কিন্তু তা চোখের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের অনুকরণে নির্মিত রঙ্গমঞ্চ, নাটক বাঙালি দর্শকদের আকৃষ্ট করেছিল। যাত্রায় একসময় অতিরিক্ত গানের ব্যবহার শ্রোতাদের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। এইসব কারণের জন্য কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। উনিশ সতকের শেষদিকে যাত্রার উপাদান নিয়েই পাশ্চাত্য ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নতুন নতুন নাটকের অভিনয় হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক যাত্রাপালা আসার পর মানুষের পৌরাণিক-ভক্তিমূলক যাত্রার প্রতি আগ্রহ কমতে থাকে। ফলে কৃষ্ণযাত্রার প্রসার ধীরে ধীরে কমে যায়। তাছাড়া খেউর, ঢপ কীর্তন, কবিগানে কৃষ্ণের মহিমার অপপ্রচার করা হত। সেকারণে দর্শকদের মনেও কৃষ্ণযাত্রার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায়। কৃষ্ণযাত্রা এখন প্রায় অবলুপ্ত। তবে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। গ্রামে-গঞ্জে এখনো বিভিন্ন উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা দেখা যায়। তবে সেটা খুব কমজায়গায়। বৃহত্তর স্তরে 'কৃষ্ণযাত্রাকে' পুনর্নির্মান করে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে, এর জন্য মানুষের উদ্যোগ প্রয়োজন। কারণ মুক্তমঞ্চে পালাগানের মধ্য দিয়ে অভিনয় করা হলে তা বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌছাবে। সাধারণ মানুষ কৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে ধারণা হবে। আর তাতে বাংলার পুরনো সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

Reference:

১. ঘোষ, অজিতকুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৪

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 573 - 582
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ৩১৯
৩. De, Sushil Kumar, 'HISTORY OF BENGALI LITERATUE IN THE NINETEENTH CENTURY', University of Calcutta, Kolkata,1919, p. 448
৪. ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর, 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা', রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯০২, পৃ. ১৩০
৫. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ, 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২৯, পৃ. ১৯০
৬. সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১২৮
৭. বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন রায় (সম্পাদিত), 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ২০২৪, পৃ. ৩০
৮. ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর, 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা', রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ১৫১
৯. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), 'চৈতন্যভাগবত', সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০২৫ পৃ. ১৬২
১০. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), 'চৈতন্যচরিতামৃত', সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১০৭
১১. সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৫১১
১২. ঘোষ, গৌরাঙ্গপ্রসাদ, 'যাত্রা শিল্পের ইতিহাস', পুষ্প, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৬
১৩. মণ্ডল, রতনকুমার, 'বাংলার যাত্রা ও ব্রজেন্দ্র কুমার দে', অনুভবপত্র প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৯
১৪. দে, পাঁচকড়ি (সঙ্কলিত), 'কৃষ্ণযাত্রা', পালন ব্রাদার্স এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯৩৭, পৃ. ৪৮
১৫. তদেব, পৃ. ৫০
১৬. তদেব, পৃ. ১২১
১৭. তদেব, পৃ. ২২৯
১৮. গোস্বামী, কামিনীকুমার (সম্পাদিত), 'কৃষ্ণকমল', ১৩৩৬, পৃ. ২০৪
১৯. তদেব, পৃ. ২৫২
২০. গোস্বামী, কৃষ্ণকমল, 'বিচিত্রবিলাস', গুপতযন্ত্র, ২৪ নং মির্জ্জাফর্শ লেন, কলকাতা, ১৯৩০, পৃ. ৩
২১ তদেব, পৃ. ৬
২২. তদেব, পৃ. ১৫
২৩. তদেব, পৃ.১০৮

Bibliography:

গোস্বামী, কামিনীকুমার (সম্পাদিত), 'কৃষ্ণকমল', ১৩৩৬
গোস্বামী, কৃষ্ণকমল, 'বিচিত্রবিলাস', গুপ্তযন্ত্র, ২৪ নং মির্জ্জাফর্শ দেন, কলকাতা, ১৯৩০
ঘোষ, অজিতকুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮
ঘোষ, গৌরাঙ্গপ্রসাদ, 'যাত্রা শিল্পের ইতিহাস', পুষ্প, কলকাতা, ১৯৯৬
চৌধুরী, দর্শন, 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস', পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ২০২৩
দে, পাঁচকড়ি (সঙ্কলিত), 'কৃষ্ণযাত্রা', পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯৩৭
বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন রায় (সম্পাদিত), 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ২০২৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (চতুর্থ খণ্ড), মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২০
ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর, বাংলা লোক্যনাট্য সমীক্ষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৩৬৭
মণ্ডল, রতনকুমার, 'বাংলার যাত্রা ও ব্রজেন্দ্রকুমার দে', অনুভবপত্র প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯
মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ, 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২৯

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 573 - 582
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০১৫
সেন সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, ১৪২২
সেন সুকুমার (সম্পাদিত), 'চৈতন্যভাগবত', সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০২৫
সেন, কুমার (সম্পাদিত), 'চৈতন্যচরিতামৃত', সাহিত্য আকাদেমি, কলকাতা, ২০০২

ইংরেজি গ্রন্থ :
De, Sushil Kumar, HISTORY OF BENGALI LITERATURE IN THE NINETEENTH CENTURY, University of Calcutta, Kolkata, 1919

পত্র-পত্রিকা :
পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি পত্রিকা, ব্রজেন্দ্রকুমার দে সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিসেম্বর, ২০০৬